দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 5 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

ভর্তিতে কোটা দাবি
র‍্যাব পুলিশের সামনেই শিক্ষকদের উপর ডিম ও পাথর ছুড়ে মারল ছাত্রলীগ

□ চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে শিক্ষক পরিষদের বৈঠকে ডিম ও পাথর ছুঁড়ে মেরেছে ছাত্রলীগ। র‍্যাব-পুলিশের সামনেই গতকাল রোববার দুপুরে সভা লক্ষ্য করে হামলা করে ছাত্রলীগ ও বহিরাগত কিছু ক্যাডার। কয়েক ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পর বিকেলে পুলিশ প্রহরায় শিক্ষকেরা কলেজ ত্যাগ করেন।

হামলায় আহত হয়েছেন দুই শিক্ষিকা। তারা হলেন রসায়ন বিভাগের দেলোয়ারা বেগম ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের রাশেদা আক্তার।

কলেজ প্রিন্সিপাল রেজাউল করিম সাংবাদিকদের বলেন, 'সকালে কলেজ মিলনায়তনে শিক্ষক পরিষদের পূর্ব নির্ধারিত বৈঠক পৃঃ ১২ কঃ ৭

র‍্যাব পুলিশের সামনেই

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

ছিল। কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাবেক নেতা খলিলুর রহমান নাহিদের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের কিছু নেতাকর্মী বহিরাগতদের নিয়ে বৈঠকে হামলা করে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।'

তিনি বলেন, 'ছাত্রলীগের কিছু নেতা একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তিতে কোটা দাবি করছে। তাদের এ আবদার রক্ষা না করায় তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে আমার পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে।'

এ ঘটনায় থানায় মামলা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, হামলার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করা না হলে কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। এ ঘটনার প্রতিবাদে আজ (সোমবার) সংবাদ সম্মেলন ও মানববন্ধন কর্মসূচি দিয়েছে কলেজ শিক্ষক পরিষদ।

তবে কলেজ ছাত্রলীগ নেতা রুবেল বড়ুয়া রাহুল বলেন, অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়মের অনেক অভিযোগ আছে। তার পদত্যাগের দাবিতে আমরা আন্দোলন করে আসছি। তারই অংশ হিসেবে ক্ষুব্ধ ছাত্ররা তার ওপর হামলা চালিয়েছে।

বহিরাগতদের সহযোগিতায় হামলার ব্যাপারে তিনি বলেন, বহিরাগতরা এ কলেজের সাবেক ছাত্র। সবাই কলেজের কার্যক্রম নিয়ে উদ্বিগ্ন। এজন্য একসঙ্গে সবাই এসেছিলেন।

জানা যায়, গত ১৭ জুলাইও একইভাবে শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগ ও বহিরাগতরা হামলা করেছিল। বিষয়টি তখন র‍্যাবকে লিখিতভাবে জানানো হয়।

এদিকে রোববার সকালে র‍্যাবের একটি দল আগের ঘটনা তদন্তের জন্য কলেজে আসেন। তাদের সামনেই এ হামলা হয়।

সদরঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রণব চৌধুরী দাবি করেন, কলেজ পরিষদের বৈঠকে হামলার কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবে অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনরত 'সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী সংগ্রাম পরিষদের' নেতাদের সঙ্গে শিক্ষকদের বাদানুবাদ হয়েছে। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে বলে জানান ওসি।